

## দাদুর কাণ্ড

(৩)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

ইংল্যান্ড

আজ কাজে এসে ই সাইফুল জিজ্ঞেস করলো-

- দাদু আপনার ই-মেইলটা পেলাম না তো।
- কি করে পাঠাবো? আমি তো তোমার কথামত ওয়েব এডরেসের নামটাম কিছু বদলাতে পারি নাই।
- নুহ্ (আঃ) এর যুগের কমপিউটার দিয়ে তা করতে পারবেন না। আজ রাত কাজ শেষে আমার ঘরে চলুন, কমপিউটারের বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলি দেখে আসবেন।

কাজ শেষে দাদু চল্লেন সাইফুলের সাথে, সঙ্গে সেই কিচেন পোটার আর তন্দুরী শেফ। গাড়িতে উঠে সাইফুল বল্লো-

- ভাল মানুষের সংজ্ঞা পেয়েছেন দাদু?"
- আমাকে ভাল মানুষের সংজ্ঞা খোঁজতে হবে না ভাই, আমার জানা আছে তুমি বলো দেখি।
- খাগজ কলম সাথে আছে?
- হ্যাঁ, কেন?
- নোট করে নিন। আমার মতে ভাল মানুষ তাঁরা যারা- ন্যায়কে ভালবাসেন, ঔচিত্যের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা পোষন করেন, ক্ষমামূল্যতাকে ভালবাসেন, পীড়িতের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন, পীড়ন যন্ত্রণার কারণ উদ্ঘাটন করে তা বিদূরিত করেন, দুর্দশা-বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন, দুর্বলকে সহযোগিতা করেন, মানুষের ভুল-ভ্রান্তিকে ভুলে গিয়ে ক্ষমা করেন, লোকহিতার্থে চিন্তা করেন, সত্যকে ভালবাসেন, সৎ কথা বলেন, স্বাধীনতাকে ভালবাসেন, সকল প্রকার দাসত্বের প্রতি আপোসহীন যুদ্ধ করেন, সুখের ঘর তৈরী করেন, শিল্প-সংস্কৃতি-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে ভালবাসেন, বুদ্ধিমানের চর্চা করেন, প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীদের চিন্তার সাথে পরিচিতি লাভের চেষ্টা করেন, আনন্দ ও প্রফুল্লতার চর্চা করেন, নিজে সুখী থাকেন ও অপরকে সুখী হতে সাহায্য করেন, মহৎ কাজের উজ্জল দীপ্তিতে জীবনকে ভরে তোলেন, যুক্তি ও প্রেমের মূল্য দেন, সকল বিষয়ে মহত্ব অর্জন করেন, নিরাশা প্রত্যাখ্যান করে আশাকে লালন-পালন করেন, কুসংস্কার ধ্বংস করে সত্যকে গ্রহন করেন, সর্বোত্তম কাজ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। দাদু আমি পাশ না ফেইল?
- ফেইল।
- এনি ফিড-ব্যাক?
- ভাল মানুষ হওয়ার সর্ব প্রথম ও সর্ব প্রধান কনডিশন, সত্যটা ই ছেড়ে দিয়েছ।
- সেটা কি হয় দাদু?

- ঈমান। যার মনে ঈমান নেই, আল্লাহ নেই, ইসলাম নেই, তার নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব বলতে কিছু ই নেই।
- হায় ! দাদু। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, কার্ল মার্কস, আইনস্টাইনদের কি হবে?
- হ্যাঁ রে ভাই, এদের রক্তে ই তো জ্বলবে দোজখের আগুন, এরা ই তো সেই ভয়ঙ্কর আগুনের জ্বালানী কাঠ, উপাদান।

সাইফুলের বড় স্ক্রীনের লেইটেস্ট টপ-মডেল কমপিউটার দেখে দাদু খুশি হলেন। মিউজিক সেন্টার, স্টীল ক্যামেরা, ভি-ডি-ও ক্যামেরা, টেলিভিশন, কমপিউটার সব কিছু মিলায়ে রুম যেন একটা স্টুডিও। বাম পাশের দেয়ালে প্রীন্সেস ডায়োনার বড় একটি ছবি। ডান পাশের দেয়ালের কাছে চিকচিকে মহাগনি রংগের বিরাট একটা আনটিক অরগান। দাদু জিজ্ঞেস করেন-

- রহিম সাহেব কোন দিন তোমার এই রুমে আসেন নি?
- দাদু, বাবাকে আপনি তাঁর যৌবন কালে দেখেন নাই। এই অরগানটা বাবার কেনা। চলুন, যে কাজে আসা হলো, শুরু করা যাক। কাগজ আর কলমটা হাতে নিন। শিরোনাম লিখুন, **রুদ্রকে অভিজিত বানানোর নিয়মাবলী**।
- ওসব লেখালেখির দরকার নেই, তুমি বলো আমি চেষ্টা করে দেখি।
- ঠিক আছে। তবে আমি যে ভাবে বলবো ঠিক সেই ভাবে করতে হবে কিন্তু।
- ওকে।
- ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার খোলুন। ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের আরেকটি উইন্ডোজ খোলুন। প্রথম উইন্ডোজের ফেভারেইটে ক্লিক করে **সদালাপ** থেকে **আবারো মুখোশ** লেখাটি খোলে ভাল ভাবে দেখে নিন। এবার দ্বিতীয় উইন্ডোজের ফেভারেইটে ক্লিক করে ভিন্নমত থেকে রুদ্রের **নন্দীনি আপারে কই** নামক পি,ডি,এফ করা লেখাটি বের করে আরেকবার দেখে নিন। রুদ্রের পি,ডি,এফ ফাইলটি ডেস্কটপে সেইভ করুন। এবার উইন্ডোজগুলো মিনিমাইজ করুন। ডেস্কটপে সেইভ করা রুদ্রের পি,ডি,এফ ফাইলটির উপর মাউস নিয়ে রাইট ক্লিক করুন, ফাইলটির প্রোপারটির ছবি আসবে। এবার এই প্রোপারটি ছবিটির একটা স্ক্রীন শট নিন। স্ক্রীন শট= একই সাথে (Alt + Clt + Print Screen). এবার Start Program থেকে Printshop Program অথবা Moicrosoft Word ওপেন করুন। Toolbar এর Paste এ ক্লিক করুন। Moicrosoft Word মিনিমাইজ করে দিন। রুদ্রের পি,ডি,এফ ফাইলের প্রোপারটি Close করুন। ডেস্কটপে সেইভ করা রুদ্রের পি,ডি,এফ ফাইলটির উপর মাউস নিয়ে রাইট ক্লিক করুন। Rename এ গিয়ে Avijit 2 Nondini ফাইলটির যায়গায় আপনার নাম লিখে দিন। এবার রাইট ক্লিক করে প্রোপারটিজে গিয়ে প্রথমবারের মত একটা স্ক্রীন শট নিন। Moicrosoft Word মাক্সিমাইজ করে তাতে পেইস্ট করুন। এবার স্ক্রীন শট দুটির ব্যবধান লক্ষ্য করুন। একটায় Avijit 2 Nondini আর একটায় Dadu to Nondini. রুদ্রের **নন্দীনি আপারে কই** লেখাটির লেখক এখন শুধু অভিজিত নয়, আপনি দাদু ও।

- সাইফুল, আমি এখন কোথায় আছি বুঝতে পারছি না।
- বায়ান্ন বাজারে ঢুকেছেন দাদু, তেপ্পান্ন গলি দেখার এখনো কিছুটা বাকি আছে। সদালাপে সেতারা হাসেমের সর্বশেষ ৬জুন ২০০৪ তারিখের **সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ার পথ কোনটি** নামক লেখাটি খোলুন। ইন্টারনেট ওয়েব এড্রেস লক্ষ্য করুন। <http://www.shodalap.com/avijit3.pdf> এখানে avijit3.pdf এর মানে কি লেখাটির লেখক অভিজিত?
- নিশ্চয় ই নয়। দাদু ভাই আমি যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি।
- ভয়ের কোন কারণ নেই দাদু, আমি আপনাকে ব্লাক হোল্ থেকে ও বিলক্ষন খোঁজে বের করতে পারবো। জানেন দাদু, জগতের প্রত্যেকটা মানুষ এক একটা পৃথক পৃথক কথা বলার ভঙ্গি, গলার স্বর, মন-মানস, সাধ, আকাঙ্ক্ষা প্রতিভা বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়। ইচ্ছে করে ও অনেক সময় মানুষ তা বদলাতে পারেনা। বিন-লাদেন মিলিয়ন-ট্রিলিয়ন ডলার দিয়ে ও আপনাকে দিয়ে টুইন টাওয়ারে বোমা নিক্ষেপ করাতে পারবেনা, কারণ আপনার মাঝে মানুষ খুন করার জ্বিন নেই। অভিজিত দা যদি শেষ প্রলয়ের দিন পর্যন্ত বেঁচে থেকে চেষ্টা করেন তবু ও রুদ্ধ হতে পারবেন না।
- চলো সাইফুল আমরা দু-জন পাগল হয়ে যাই।
- রেস্টুরেন্ট চালাবে কে? আসুন দাদু আপনাকে রেস্টুরেন্টে দিয়ে আসি, আপনি টায়ার্ড হয়ে গেছেন। কমপিউটারের স্ক্রীনের সামনে বৈশীক্ষণ থাকলে চোখ নষ্ট হয়। আপনার চোখ দুটি লাল হয়ে গেছে। আগামী সপ্তাহে ফটো সহকারে দেখাবো ওয়েব এড্রেস এবং প্রোপাটি এড্রেস বদলায়ে স্ক্রীন শটের মাধ্যমে সদালাপে কি দেখানো হয়েছে।

চলবে-